কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী

- কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। এই নাম ছাড়াও ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’, অম্বিকামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, নামেও পরিচিত।
- রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে জানিয়েছেন কবির প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম।
- সুকুমার সেনের মতে কবির নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দ। কবিকঙ্কণ তাঁর উপাধি।
- রচনা কাল জ্ঞাপক শ্লোক-

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

রসকে ৬ ধরে হিসাব করলে ১৪৬৬ শকাব্দ= ১৫৪৪ খ্রি, আবার রসকে ৯ ধরে হিসাব করলে হয় ১৪৯৯ শকাব্দ = ১৫৭৭ খ্রি।

- “এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন , তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।”- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- বর্ধমান জেলার রত্না নদীর তীরে দামুন্যা গ্রামে কবির বসবাস ছিল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী

- কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী।
- দামুন্যার তালুকদার গোপিনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে পলায়ন করেন।
- মেদিনীপুরে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হন।
- বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের পড়াশুনোতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
- রঘুনাথ রায় কবিকে কাব্য রচনার অনুরোধ করেন ও তিনি কবিকে ‘কবিকঙ্কণ’ এই উপাধি প্রদান করেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী

আত্মপরিচয় অংশের গুরুত্ব

- তৎকালীন সামজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ছবি।
- এই আত্মপরিচয়ের আদর্শ পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের কবিরা অল্পবিস্তর অনুসরণ করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রবেশক হিসেবে এই অংশটির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য বৈশিষ্ট্য

- পূর্ব কাহিনিকে নবরূপ দান করেন। তৎকালীন সমাজের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি।
- জীবন সম্পর্কে লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি।
- মানবতার কবি, মঙ্গলকাব্যের তিনি লোককান্ত কবি। মধ্যযুগের মাটিতে দাঁড়িয়েও কবি আধুনিক মানব ধর্মের প্রবক্তা।
- গুজরাট নগর পত্তনের সময় কবি নতুন সমাজ গঠনের পরিচয় দিয়েছেন।
- কবির শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আরোপে। ব্যাপক বাঙালি জীবনের রূপকার।
- মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল একটি চরিত্র চিত্রশালা। যেমন- কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল, দাসী দুর্বলা প্রভৃতি।
- পশু প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় ভাবের আরোপ করে মুক ইতর প্রাণীর মর্ম বেদনাকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য বৈশিষ্ট্য

- কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী নানা জাতীয় রস সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে করুন রস সৃষ্টিতে তাঁর কবি প্রতিভার চূড়ান্ত উদঘাটন হয়েছে।
- জীবনের প্রতি কবির ছিল স্নিগ্ধ মমত্ববোধ, তিনি দুঃখবাদী কবি ছিলেন না। তাঁর কাব্যে দুঃখের বর্ণনা আছে, তার থেকে বড় কথা আছে দুঃখ অতিক্রমের আনন্দসঙ্গীত।
- তিনি ছিলেন একজন বড় হিউমারিস্ট। যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখলে একইসঙ্গে চোখে জল ও মুখে হাসি ফুটে ওঠে- কবি এই প্রকারের উচ্চস্তরের হাস্যরসিক।
- কবির ভাষা ও রচনারীতি পূর্বের কবিদের তুলনায় অনেক মার্জিত ও শিল্পগুণান্বিত।